Q. জাতীয় স্বার্থ বলতে কী বোঝ? জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখার উপায়গুলি কী কী?

Ans:- জাতীয় স্বার্থ হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম মৌলিক ধারণা, সাধারণভাবে জাতীয় স্বার্থ হল 'যাবতীয় মূল্যবোধের সমষ্টি', এখানে 'জাতীয়' বলতে জাতি এবং রাষ্ট্র উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যোসেফ ফ্র্যাঙ্কেল জাতীয় স্বার্থের ধারণাটিকে অস্পষ্ট বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও রাজনৈতিক কার্য ~~বিশ্লেষণের~~ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই ধারণাটিকে প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রের সেইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ কতকগুলি অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্যকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেগুলিকে রাষ্ট্র বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে।

বাস্তববাদী তত্ত্বের প্রবক্তা হ্যান্স মরগেনথাউ-এর মতে, রাজনীতিবিদরা স্বার্থকে ক্ষমতার নিরিখে কেবল বিচার-বিশ্লেষণের কথাই ভাবে না, সেই সঙ্গে এই ধারণা অনুযায়ী কাজও করেন, এইভাবে ক্ষমতালাভ ও জাতীয় স্বার্থকে তিনি অভিন্ন বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা কেবল ক্ষমতার নিরিখে জাতীয় স্বার্থের নিরূপণকে আদৌ বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, জাতীয় স্বার্থ হল রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মত কর্মকর্তাদের বহু ও বিভিন্ন মতামত ও চিন্তাধারার প্রকাশ মাত্র যেগুলি জাতির সদস্যদের প্রয়োজনীয়তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়।

জাতির প্রয়োজনীয়তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জাতীয় নীতি নির্ধারণকারীদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। এই অর্থে জাতির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা যেগুলিকে সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন, সেগুলিকেই জাতীয় স্বার্থ বলে সাপনিক্স ও ফারডার চিহ্নিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

কিন্তু জাতীয় স্বার্থের এরূপ সংজ্ঞার নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যেখানে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা জাতীয় স্বার্থের নামে যে-পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেন, তা কার্যত তাঁদের সংকীর্ণ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে।

সুতরাং জাতীয় স্বার্থ বলতে জাতির সেইসব ন্যূনতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে বোঝায় যেগুলি পূরণের জন্য রাষ্ট্রসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে ন্যূনতম লক্ষ্যের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## জাতীয় স্বার্থরক্ষার উপায়সমূহ :

প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচটি উপায়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা হয়ে থাকে :

(1) কূটনীতি : জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায় হল কূটনীতি। কূটনীতিবিদরা নিজেদের সরকার কর্তৃক গৃহীত পররাষ্ট্রনীতিকে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান এবং ওইসব দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কাজে লিপ্ত থাকেন। নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁরা প্রধানত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যথা — (i) বিশ্বাস উৎপাদন (ii) আপসরফা এবং (iii) বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন। কূটনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য পামার ও পারকিন্স তাঁদের নিজ নিজ দেশের সরকারের 'চক্ষু' ও 'কর্ণ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

(2) প্রচার : প্রচার হল জাতীয় স্বার্থরক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। একটি দেশের সরকার তার জাতীয় স্বার্থ, বিশেষত পররাষ্ট্রনীতির স্বপক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে গৃহীত নীতির যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য উক্ত সরকার সচেষ্ট হয়।

③ অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণদান ঃ- উন্নত ও ধনশালী রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে অর্ধোন্নত ও উন্নতিকামী দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণ প্রদান করে, বলা বাহুল্য এই ধরনের সাহায্য ও ঋণদানের উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঋণদানকারী রাষ্ট্রের কার্যকলাপের প্রতি ঋণগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করা।

④ জোট গঠন ঃ- দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জোট গঠন করতে পারে। অনেক সময় নিজের শক্তির বৃদ্ধির জন্যও একটি রাষ্ট্র জোট গঠনের পথে পা বাড়ায়। আবার, জোট গঠনের ফলে কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে প্রতিহত করে -সমতার উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গড়ে উঠতে দেখা যায়।

⑤ বলপ্রয়োগ ঃ- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রগুলি বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে থাকে, এইভাবে 1965 সালে কাশ্মীর দখলের জন্য পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছিল, আবার অনেক সময় শক্তিধর ও মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিকারাগুয়া, ভেনেজুয়েলা, গ্রেনাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করা যায়।

উপসংহার :-

নিজের জাতীয় স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্র, উপরিউক্ত উপায়গুলির মধ্যে যে-কোনো এক বা একাধিক উপায় অনুসরণ করতে পারে। তবে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত বলপ্রয়োগের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায় অনুসরণ করা। অন্যথায়, ওইসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে।

Scanned with CamScanner